কালের কণ্ঠ

তারিখ 06 NOV 2015
পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৭

হোসেনপুরের গাঙ্গাটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপবৃত্তি

'জালিয়াত' প্রধান শিক্ষক

শফিক আদনান, কিশোরগঞ্জ ▷

কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরের গাঙ্গাটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ বদরুল আলমের বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তির টাকা নিয়ে জালিয়াতিসহ বিভিন্ন অভিযোগের প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে উপজেলা শিক্ষা অফিস। তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে সুপারিশ করা হয়েছে। তবে অভিযোগ অস্বীকার করে প্রধান শিক্ষক বলেন, এটি তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। কিছু অভিভাবকের বিরুদ্ধেও ভুয়া শিক্ষার্থীর নামে বৃত্তির টাকা তোলার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সূত্র জানায়, লাকিনা নামের এক অভিভাবক গত ২৫ জুন প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ বদরুল আলমের বিরুদ্ধে উপবৃত্তির টাকা বিষয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে একটি লিখিত অভিযোগ করেন। পরে বিষয়টি তদন্ত করতে হোসেনপুর সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মাহ্‌মুদকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁর তদন্তে প্রধান শিক্ষকের বেশ কিছু গুরুতর অনিয়ম ও দুর্নীতি ধরা পড়ে। তিনি এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন জমা দেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে। পরে গত ৭ সেপ্টেম্বর অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আসাদুজ্জামান জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে চিঠি লেখেন। কিন্তু এখনো তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

নিয়ম অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাংক কর্মকর্তাকে নিজে বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষার্থী বা তার অভিভাবকের কাছে উপবৃত্তির টাকা বুঝিয়ে দিয়ে আসার কথা। উপবৃত্তি বিতরণের দিন কোনো শিক্ষার্থী অনুপস্থিত থাকলে অভিভাবকদের ওই ব্যাংক কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করে টাকা তোলার কথা। প্রধান শিক্ষক বা অন্য কারো কাছে উপবৃত্তির টাকা রেখে আসার কোনো নিয়ম না থাকলেও এ বিদ্যালয়ে তাই হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে হোসেনপুর সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপক হোসেন মোহাম্মদ নাঈম এ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির টাকা কখনো প্রধান শিক্ষকের কাছে রেখে আসা হয় না। তবে ব্যাংক প্রমাণ পেয়েছে, ওই বিদ্যালয়ে উপবৃত্তিপ্রাপ্ত ভুয়া শিক্ষার্থীর অস্তিত্ব রয়েছে। এসব ভুয়া শিক্ষার্থীর নামে টাকা বরাদ্দ হয় এবং তাদের অভিভাবকরা এসব উত্তোলন করে থাকেন। বিষয়টি স্থানীয় শিক্ষা অফিসকে জানানো হয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, প্রধান শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের পাঠদানে মনোযোগ কম থাকায় বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দিন দিন কমছে। এর মধ্যে আছে আবার ভুয়া শিক্ষার্থী। বিদ্যালয়ের খাতায় নাম থাকলেও বাস্তবে তাদের অস্তিত্ব নেই। গত দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষায় বিদ্যালয়ের মোট ১৯৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে পরীক্ষা দিয়েছে ১৩৯ জন। ধারণা করা হচ্ছে, পরীক্ষায় অনুপস্থিত ৫৬ জনই ভুয়া শিক্ষার্থী। তৃতীয় শ্রেণির ৩৬ থেকে ৪২ রোল নম্বর পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীর কোনো অস্তিত্ব নেই। অন্য শ্রেণিতে অস্তিত্ব নেই, এমন বেশকিছু শিক্ষার্থী রয়েছে। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করা হলে তারা তাদের (ভুয়া শিক্ষার্থী) চেনে না বলে জানায়।

বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি তাজুল ইসলাম বলেন, 'বিদ্যালয় কিভাবে চলে আমি জানি না। কারণ প্রধান শিক্ষক আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন না। গত ১০ মাস ধরে কোনো সভাও ডাকেন না। লেখাপড়ার মান খারাপ হওয়ায় বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বাড়ছে না। বিদ্যালয়টি নিয়ে আমি হতাশ। বিষয়টি আমি শিক্ষা অফিসকেও জানিয়েছি।'

উপবৃত্তি নিয়ে প্রধান শিক্ষকের জালজালিয়াতির বিষয়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসের তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রথম শ্রেণির ছাত্রী সুমাইয়া আক্তারের নাম গত মার্চ মাস পর্যন্ত খাতায় ওঠানো হয়নি। এপ্রিল মাসে তার রোল নম্বর ৫৭ দেখিয়ে খাতায় নাম ওঠানো হয়। কিন্তু উপবৃত্তির বিল করা হয়েছে ফেব্রুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত। দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র রাফসান ও রিয়াজের বেলায়ও একই কাণ্ড করেছেন প্রধান শিক্ষক। তাদের নামও এপ্রিল মাসে খাতায় ওঠানো হয়। তবে তাদের নামে জানুয়ারি থেকে উপবৃত্তির বিল করা হয়েছে। একই অভিযোগ তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র শাহীনের ক্ষেত্রেও। অভিযোগ পাওয়া গেছে, তারা কেউ জানুয়ারি থেকে মার্চ—এ তিন মাসের উপবৃত্তি পায়নি। বিদ্যালয়ের কিছু বেঞ্চ পাশের দোকানে ব্যবহৃত হচ্ছে বলেও তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

হোসেনপুর উপজেলা শিক্ষা অফিস জানিয়েছে, গাঙ্গাটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯০ জন শিক্ষার্থী উপবৃত্তি পায়। প্রত্যেককে মাসে ১০০ টাকা করে তিন মাস পর পর দেওয়া হয়।

প্রধান শিক্ষক বদরুল আলম সব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, এসব অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অংশ। তিনি কোনো অনিয়ম-দুর্নীতি করেননি। কিছু লোক তাঁকে বেকায়দায় ফেলতে এসব করে যাচ্ছে।

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আসাদুজ্জামান গত বুধবার বলেন, 'অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে উপবৃত্তি নিয়ে জালিয়াতিসহ আরো কিছু ঘটনার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে সুপারিশ করা হয়েছে। আগামীকাল (গতকাল বৃহস্পতিবার) আমাদের সমন্বয় সভা হবে। সেখানে আমি ব্যক্তিগতভাবে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলব।' জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. গোলাম মাওলা বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা আছে। আমি তদন্ত প্রতিবেদনটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে শিগগিরই এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেব।'